ভোরের কাগজ

তারিখ MAY 15 1999
পৃঃ ১ কলাম ৩

ছাত্রনেতা-শিক্ষক সকলেই জড়িত

বরিশাল কলেজের বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ

বরিশাল প্রতিনিধি : সরকারি বি এম কলেজের পর এবার সরকারি বরিশাল কলেজে লাখ লাখ টাকার কারচুপি ও আত্মসাতের ঘটনা ফাঁস হয়েছে। এসব আত্মসাতের ঘটনায় শিক্ষকদের সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও জড়িত বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি ফাঁস হওয়া এসব তথ্যে জানা যায়, কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে ৩৮টি খাতে প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা আদায় এবং তা ব্যয় করা হলেও সেসব তহবিলের যৌক্তিকতা এবং হিসেব নিকেশ যথাযথ নয়। সর্বশেষ এক নিরীক্ষায় দেখা গেছে, এ ৩৮টি খাতের মধ্যে মসজিদ খাতে আদায় করা টাকার মধ্যে ১৭ হাজার ৭৩০, বিএনসিসি খাতে ৪ হাজার দশ, মিলাদ খাতে ১ হাজার ৭৮৫, নিবন্ধন খাতে ৭৭০, বিলম্ব নিবন্ধন খাতে ৮০, বিজ্ঞান প্রযুক্তি খাতে ৩৫, রোভারস্কাউট খাতে ২০ টাকা ৩০ পয়সা, এস আই এফ খাতে ৭১ হাজার ৭৫০ টাকা ছাড়া বাকি ৩১টি খাতে কোনো অর্থ জমা নেই। অথচ কলেজ বার্ষিকী ছাত্র সংসদসহ বহু খাতেই অর্থ আদায় করা হলেও ব্যয়ের কোনো হিসাবপত্র নেই।

এ ৩৮ খাতের মধ্যে ভর্তি ও পরীক্ষা খাতে অর্থ আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট হার নেই। অন্যান্য খাতে ছাত্রপ্রতি পাঁচ হতে আশি টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে। এমনকি শিক্ষক ও ছাত্র নেতারা একই খাতে একাধিকবার অর্থ গ্রহণ এবং ব্যয় করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কলেজের ক্রিকেট পিচ তৈরির নামে এক শিক্ষকের মারফত ১০ হাজার ৯২০ টাকা ব্যয়ের পর আবার এক প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতাকে এ বাবদ ১৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি এ বাবদ ব্যয়ের কোনো ভাউচার দেননি।

শিক্ষক ছাড়াও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতা কলেজ তহবিল হতে প্রায় আড়াই লাখ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং এর কোনো হিসাব দেননি বলে কলেজ অধ্যক্ষ লিখিত আবেদনে মন্তব্য করেছেন। এর মধ্যে জেলা পর্যায়ের এক আওয়ামী নেতার পুত্র এবং ছাত্রলীগ নেতার ভাই কলেজে অধ্যয়নকালে তহবিল হতে চিকিৎসা খাতে ১২ হাজার, তদ্বিরে ঢাকা যাতায়াত বাবদ ২৩ হাজারসহ বিভিন্ন খাতে ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা গ্রহণ করে কোনো হিসাব বা ভাউচার দেননি। কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি, সম্পাদক এবং অন্য দুই নেতা ভ্রমণ, চিকিৎসা, সাহিত্য-মেলা, অশ্বিনী কুমারের ভাস্কর্য স্থাপন (আদৌ হয়নি), শহীদ মিনার সংস্কারসহ বিভিন্ন খাতে ৭৩ হাজার ৩০০, ৬ হাজার ৫০০ ও ১২ হাজারসহ মোট ১১ হাজার ৫০০ টাকা কলেজ তহবিল হতে গ্রহণ করে কোনো হিসাব দেননি। শুধু ক্ষমতাশীল দলের ছাত্র সংগঠনই নয় বিরোধী দলের সমর্থক ছাত্রনেতাও এভাবে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন খাতে হাজার হাজার টাকা কলেজ তহবিল থেকে আত্মসাৎ করেছেন।

এক ছাত্রদল নেতা কলেজ তহবিল হতে নিয়েছেন ১৩ হাজার টাকা। এর মধ্যে নিজের চিকিৎসা বাবদ সহপাঠী দরিদ্র ছাত্রদের পকেট খালি করে গ্রহণ করেছেন ৩ হাজার টাকা। কলেজের সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছে, অর্থাভাবে অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র নিয়মিত পড়াশুনা চালাতে ও পরীক্ষা দিতে পারে না। সেখানে তাদের কাছ হতে আদায় করা অর্থ নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক এভাবে অর্থ দিয়ে ছাত্র নেতাদের পুষে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করে থাকেন, দুর্নীতি চাপা দেন এবং বছরের পর বছর ধরে একই জায়গায় থেকে সরকারি চাকরি করেন।